178

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ফাঁসের খবর ছাপা হইতে পারে, কিন্তু প্রশ্নপত্র নয়

.....শিক্ষামন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক গতকাল (বুধবার) সংসদে এস এস সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নকল হওয়ার কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য উদঘাটনে প্রায় সফল হইয়াছি। কয়েকদিনের মধ্যে আসল অপরাধী ধরা সম্ভব হইবে। আর নকল প্রতিরোধে সকলকেই আগাইয়া আসিতে হইবে।

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

তিনি গতকাল বলেন, ১৭ই এপ্রিল চট্টগ্রামে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ধরা পড়ে। জেলা প্রশাসক ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ঐ সময় ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পত্র প্রচারিত হয় নাই। ঐ সময় ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ও কুমিল্লা বার্তায় ইহা ছাপা হয়। পাবলিক পরীক্ষা আইন অনুযায়ী দৈনিক কর্ণফুলীর ২ জন এবং কুমিল্লা বার্তার একজনকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকার মুক্তকণ্ঠ ২০শে এপ্রিল বাংলা দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ছাপাইয়া দেয়। তাহাদের বিরুদ্ধেও মামলা হইয়াছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও বিতরণের সহিত জড়িত থাকিলে সর্বোচ্চ ১০ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছরের জেল এবং জরিমানা ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহার বিচার বিচারকগণই করিবেন। তিনি বলেন, আমরা প্রশ্নপত্রের ফাঁসের খবর ছাপার বিপক্ষে নহি। অবশ্যই ছাপা হওয়া উচিত। কিন্তু সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে তাহা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের জন্য নহে, প্রশ্নপত্র ছাপার জন্য। তিনি বলেন, সংবাদপত্রে প্রশ্নপত্র ছাপা উচিত নহে। সংবাদপত্রে প্রশ্নপত্র ছাপার কারণে মানুষের মনে বিভ্রান্তি ও ছাত্রদের মধ্যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হইয়াছে। এমনকি আজ বৃহস্পতিবার গণিতের পরীক্ষা এমনও রিপোর্ট ছাপা হইয়াছে। যাহা ঠিক নহে। তিনি বলেন, যে পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয় তাহাতে উহার সহিত জড়িতরাও কি প্রশ্নপত্র ছাপা হইবে তাহা জানেন না। তবে দুইটি পথে প্রশ্নপত্র ফাঁস হইতে পারে। ইহার একটি বিজি প্রেস হইতে। বিজি প্রেসে প্রশ্ন ছাপানোর জন্য সিলগালা অবস্থায় যায় এবং ছাপার পরে সিলগালা করিয়া তাহা আবার বাহির হইয়া যায়। প্রেসে প্রশ্নপত্র ছাপা হয় অত্যন্ত সতর্কতার সহিত, নিষ্ঠার সহিত। কাজেই বিজি প্রেসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঢালাওভাবে দোষ দেওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় যে পথটি আছে তাহা হইতেছে, কেন্দ্র হইতে ফাঁস হইতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র খোলার সহিত এত মানুষ জড়িত যে, সেখান হইতে ফাঁস হওয়া মুশকিল। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গতবারে ধরা হয় নাই বলিয়া এবারে আমরা ব্যবস্থা নিয়াছি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সংবাদপত্রে নকল হওয়ার কথা ছাপা হইয়াছে। ইহা সত্য। শিক্ষকরা পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং জেলা প্রশাসন আইন-শৃংখলায় সহায়তা করিয়া থাকে। তিনি বলেন, নকল বন্ধ করার ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দ, অভিভাবকদের সোচ্চার হইতে হইবে।